জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে

“জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে” এ মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, জুলাই সনদ নিজেই স্বতন্ত্র, স্বকীয় ও কার্যকর। এর বাস্তবায়নের সঙ্গে গণভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান সংসদই জুলাই সনদ কার্যকর করতে পারবে। তাই সনদ বাস্তবায়ন গণভোটের ওপর নির্ভরশীল নয় এ বিষয়টি সংসদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধাওড়া গ্রামে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জুলাই সনদকে হৃদয়ে ও চেতনায় ধারণ করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার রক্তের অক্ষরে এই সনদ লেখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই যারা বলছেন, গণভোট বাতিল হলে জুলাই সনদ বাতিল হবে, তা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য।

বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “জুলাই গণভোট অধ্যাদেশও রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত। অথচ তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বয়কট করেছেন, আবার সেই ভাষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান। এটি দ্বিচারিতা।”

আইনমন্ত্রী বলেন, জুলাই সনদের ২২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্বাক্ষরকারী দলগুলোকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। বিএনপি এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দিয়েছে, যদিও পুরোপুরি তা অর্জন করতে পারেনি।

জ্বালানি তেলের সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে তেল মজুদ করছে। সরকার এতদিন নমনীয়

অবস্থানে থাকলেও প্রয়োজনে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তিনি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “অস্থিতিশীলতা রোধে সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।”

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে

ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় ধরে উপড়ে ফেলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাচ্ছুম ধর্ষণ ও হত্যা মামলাসহ সব ধর্ষণ ও হত্যা মামলাকে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। তিনি আরও বলেন, মাগুরার চাঞ্চল্যকর আছিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। দ্রুত আছিয়া হত্যার বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাসসুম হত্যা মামলাও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন হবে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন

কক্ষে জেলার সংসদ সদস্য ও জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান আরও বলেন, আজকের পর থেকে ঝিনাইদহে যারা চাঁদাবাজি, কমিশন বাণিজ্য, হুমকি-ধামকি ও রাজনৈতিক দলাদলি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনারা আমাকে জানাবেন। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক নির্মূলে আমরা সবাই মিলে কাজ করব।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবিধানিকভাবে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। আগামী সংসদের প্রথম অধিবেশনেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ আমরা বিল আকারে পেশ করব।

তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের তাজা রক্তের বিনিময়ে দেশে একটি নির্বাচন হয়েছে, আমরা একটি সরকার পেয়েছি। জুলাই শহীদদের অমর্যাদা হয় বা তাদের আত্মা কষ্ট পায় এমন কোনো কর্মকাণ্ড এই সরকার মেনে নেবে না। অভ্যুত্থান চলাকালে যে বা যারা যতটুকু অপরাধ করেছে, তাকে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনগত প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দুর্নীতি বন্ধে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কঠোর অবস্থানের নির্দেশনা দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। যারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের শুধু চাকরিই যাবে না; তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি দুদকের মাধ্যমে দুর্নীতির মামলাও দায়ের করা হবে। জনগণের জন্য উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি টাকার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেওয়া হবে। কেউ যদি এক পয়সা কমিশন নেয় বা দুর্নীতি করে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহের সড়ক ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের মানের ব্যাপারে এখন থেকে আর কোনো আপস করা হবে না। কোনো ঠিকাদার যদি সড়ক ও সরকারি বরাদ্দের অবকাঠামো নির্মাণকাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্য করে, তাহলে ওইসব ঠিকাদারের লাইসেন্স আইনগত প্রক্রিয়ায় বাতিল করা হবে।

আইনজীবী থেকে আইনমন্ত্রী হলেন আসাদুজ্জামান

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িত্ব পেয়েছেন এ্যাড.আসাদুজ্জামান এমপি। মন্ত্রী হওয়ায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন তার সংসদীয় এলাকা ঝিনাইদহের শৈলকুপায়। মঙ্গলবার বিকেলে মন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করার পর স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা আনন্দ র্যালী বের করেন। শৈলকুপা উপজেলা শহরের চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে নেতাকর্মীরা মিষ্টি মুখ করেন সেই সাথে নানা শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেন। সেসময় নেতাকর্মীরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ্যাড আসাদুজ্জামান বিগত দিনের মত ভুমিকা রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। এ্যাড আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ ১ আসন থেকে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পেলেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের প্রয়াত স্কুল শিক্ষক পিতার ৬ সন্তানের মধ্যে মেঝ তিনি। ২ কন্যা সন্তানের জনক আসাদুজ্জমান। তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি বার কাউন্সিলের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি হাইকোর্ট ডিভিশনে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ২০০৫ সালে আপিলেট ডিভিশনে নিয়োগ পান। এ্যাড. আসাদ আইন পেশায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দেশের ১৭ তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। সে সময় বিচারব্যবস্থার আধুনিকায়ন, মামলা জট কমানো, আইনের শাসন শক্তিশালী করা এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় তাঁর প্রস্তাবগুলো ব্যাপক গুরত্ব পায়। এসব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে বর্তমান সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভায় অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তিনি।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন,

‘আইন পেশা থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব আইন মন্ত্রণালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কারণ তাঁরা আইনের প্রয়োগগত সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষভাবে জানেন এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে নীতিনির্ধারণে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। একজন আইনজীবীর আইনমন্ত্রী হয়ে ওঠা তাই কেবল ব্যক্তিগত পদোন্নতি নয়, এটি বিচারব্যবস্থার অভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতার রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলনের একটি প্রক্রিয়া। আমি আশাবাদী এ প্রক্রিয়ায় শতভাগ সফল হবেন আসাদুজ্জামান।’

এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৭১ হাজার ৫৯৮ ভোট পান অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আবু ছালেহ মো. মতিয়ার রহমান পেয়েছিলেন ৫৫ হাজার ৫৭৮ ভোট।